আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ২৩ | জুন ১ম সপ্তাহ, ২০২০ঈসায়ী



সূচী



ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিনিদের মাসজিদে ইবরাহীমীতে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরাইলী বাহিনী, হত্যা করলো এক নিরপরাধ যুবককে

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেব্রনে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্মৃতিবিজড়িত মাসজিদ আল-ইবরাহীমীতে মুসলিমদের প্রবেশে বাধা দিচ্ছে দখলদার ইসরাইয়েলি সেনারা। ডাব্লিউএএফএ'র তথ্যমতে, সন্ত্রাসী ইসরায়েলি সেনারা মাসজিদের ফটকগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। এতোদিন চেকপোস্ট বসিয়ে নজরদারিসাপেক্ষে ঢুকতে দেয়া হলেও, এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই সুযোগটুকুও।

মাসজিদের পরিচালক হেফজী আবু সিনিনিহ ইহুদিবাদী ইসরাইলের এহেন পদক্ষেপের কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন। এসময় তিনি পবিত্র স্থানগুলোতে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘনের ব্যাপারে কড়া হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

আল-খলিল ওয়াক্ফ বোর্ডের পরিচালক আবু সানিনা জানান, মাসজিদে সলাত আদায় করতে আসা মুসল্লিদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আশেপাশের তল্লাশি চৌকিগুলো থেকেই তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এমনকি আযান দিতেও বাধা দেওয়া হয়েছে। মুলত এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপের মাধ্যমে মাসজিদটিকে মুসল্লিশূন্য করার পাঁয়তারা চলছে।

অন্যদিকে পুর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় স্কুলগামী এক কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা। ইসরায়েলি সৈন্যদের দাবি, অস্ত্র বহনকারী সন্দেহে গুলি করা হয়েছে ওই কিশোরকে। কিন্তু পরে জানা যায়, দাবিটি মিথ্যা। তার কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না।
এর সপ্তাহখানে আগে জেরুজালেমে এক ফিলিস্তিনি যুবককে একইভাবে গুলি করে হত্যা করেছিলো ইহুদি সৈন্যরা।

এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শহিদের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বার্তা সংস্থা "DOAM" এর প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায় নিহত আয়াদ হাল্লাকের মা পুত্র-শোকে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, কোন অপরাধে তারা আমার শান্ত ছেলেটিকে হত্যা করলো? এ সময় শোকে তার হাত-পা কাঁপছিলো।
হামাসের মুখপাত্র হাজেম কাসেম এক বিবৃতিতে বলেছেন, "বিনাকারণে ফিলিস্তিনিদের এভাবে হত্যা করাটা ওদের চিরায়ত মিশন। এহেন কর্মকাণ্ড দখলদার ইসরাইলের সন্ত্রাস ও উগ্রবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।"

ভারত

ভারতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হওয়ায় বন্দী হলেন মুসলিম নারী শিক্ষার্থী, মুসলিমদের চিকিৎসা না দেয়ার আহবান হিন্দু চিকিৎসকের

জামিয়া মিলিয়ার মুসলিম শিক্ষার্থী সাফিয়া জারগারের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় আদালত। হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করেছিলো হিন্দু প্রশাসন।

বার্তা সংস্থা 'ডুকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিম' এর বরাতে জানা যায়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলমান জাতিগত নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে কথা বলায় সন্ত্রাসবাদী অভিযোগ এনে তাকে গ্রেফতার করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। জানা যায়, এই মুসলিম নারী একজন অন্তঃসত্ত্বা। বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায়ও ভুগছেন তিনি। এমন সংকটময় অবস্থায়ও তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করায় হতবাক মুসলিম কমিউনিটি।

অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের কানপুরের গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী মেমোরিয়াল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও চিকিৎসক মুসলিমদের বিরুদ্ধে একের পর এক অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে ভারতে করোনা বিস্তারে মুসলিমরা দায়ি এমনসব আজগুবি কথাবার্তা বলে মুসলিমবিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে এই চিকিৎসক।

অনলাইনে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, মুসলিমদের জন্য টেস্টিং-কিট ও চিকিৎসা সামগ্রী নষ্ট করাটা একেবারেই অপচয়। তিনি বলেন, "ওরা জঙ্গি, ওদের চিকিৎসা না করে পেটানো উচিত। কোয়ারেন্টাইন সেন্টার নয়, ওদের জায়গা হওয়া উচিৎ অন্ধকার কুঠুরিতে।"

ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপির উস্কানিতে করোনা ইস্যুতে মুসলিমদের দায়ি করে আসছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এমনকি বিভিন্ন রাজ্যে অহেতুক আক্রমণও করা হয়েছে অনেক মুসলিমকে। বিনা কারণে কোয়ারেন্টাইনের নামে করা হয়েছে ঘরবন্দী।





চীন

মুসলিমদের সংস্কৃতি ধ্বংসের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে চীন, ফ্যাশন শো-তে অংশ নেয়া ও মিনি স্কার্ট পরতে বাধ্য করা হচ্ছে মুসলিম নারীদের

উইঘুর ও জিংজিয়ানের মুসলিমদের জীবনাচার থেকে ইসলামি ভাবধারা মুছে ফেলতে সিদ্ধহস্ত জালিম চীন প্রশাসন। এবার ফ্যাশন শোতে উইঘুর মুসলিম পুরুষদের তাদের স্ত্রীদেরকে পিঠে চড়িয়ে প্যারেড করাতে বাধ্য করেছে বর্বর চীন সরকার। জিংজিয়ানের মুসলিম নারীদের বাধ্য করা হয়েছে ক্যাট-ওয়াকে। এছাড়াও মুসলিম নারীদের চাইনিজদের অনুকরণে চীনা পাউডার ও পশ্চিমা পোশাক পরতে বাধ্য করা হচ্ছে। ড্রেসকোড হিসেবে মিনিস্কার্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২০১১ সাল থেকে 'বি মোর লাইক চাইনিজ' বা আরো বেশি চাইনিজদের মতো হও প্রকল্পের অংশ হিসেবে হিজাব-নিকাব-জিলবাব নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ইসলামি ভাবধারার জীবনাচার মুছে ফেলতে মুসলিম নারীদের জন্য এসব ড্রেসকোড নির্ধারণ করে আসছে চীনা প্রশাসন। এমন সংবাদ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়ে।

চলতি সপ্তাহে বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিম এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উইঘুর ও জিংজিয়ানের মুসলিমদের চীনা রীতিপ্রথায় বিবাহ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলিম নারীদের সাথে চীনা নাস্তিক পুরুষদের বিবাহের মাধ্যমে একধরনের এসিমিলেটেড ও অনুগত জেনারেশন তৈরির ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গতো সপ্তাহে একজন বিবাহিত মুসলিম নারীকে এক চাইনিজ হান পুরুষের সাথে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসময় নারীটি তাঁর সন্তানকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন।



এমেরিকা

কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যুতে জ্বলছে এমেরিকা, অনাহারে ভুগতে পারে ৫ কোটি ৪০ লাখ মার্কিনি

কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সহিংসতার দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। দেশটির মিনিয়াপোলিস শহরে বিক্ষোভের যে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল তা এখন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কার্ফিউ উপেক্ষা করে টানা দু'সপ্তাহ ধরে বিক্ষোভ করে যাচ্ছেন কৃষ্ণাঙ্গসহ অন্যান্য সাবঅল্টার্ন জাতিগত গ্রুপগুলো। বিক্ষোভ-প্রতিবাদ সহিংস আকার ধারণ করায় দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। মোতায়ন করা হয়েছে সিক্রেট সার্ভিসের স্পেশাল ফোর্স।

বিক্ষোভকারীদের অনেকে দোকানপাট, এটিএম বুথ, সরকারি-বেসরকারি ভবনে হামলা-লুটপাট চালিয়েছে। পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সরকারি অফিসারদের গাড়ি, মালবাহী কাভার্ড ভ্যান। বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে রেল ও সড়ক যোগাযোগ। দেশটির অন্তত ৩১টি রাজ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে; বিভিন্ন ভবন, দোকানপাট ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের সাথে সংঘর্ষে ইতোমধ্যে দেশটির কয়েকজন পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে অন্তত দেড়হাজার আন্দোলনকারীকে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ায় হুশিয়ারি দিয়েছেন প্রেজিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রয়োজনে হিংস্র কুকুর মোতায়েন করে বিক্ষোভকারীদের ঘরে ফেরানো হবে বলে সতর্ক করেছেন তিনি। মোতায়েনকৃত দাঙ্গা-পুলিশের সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস, পিপার স্প্রে নিক্ষেপ করছেন। গতো ২৫ মে মিনিয়াপোলিস শহরে ৪৬ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে হাঁটুর নিচে চেপে শ্বাসরোধে হত্যা করে শ্বেতাঙ্গ এক পুলিশ সদস্য।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ সদস্য ডেরেক চওভেন দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। আর তার হাঁটুর নিচে চাপা পড়ে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড বাঁচার তীব্র আকুতি করছেন। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ধরে হাঁটুচাপা দিয়ে রাখা হাতকড়া পড়ানো জর্জ ফ্লয়েডকে এসময় বারবার বলতে শোনা যায়, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আর এভাবেই একসময় তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। কৃষ্ণাঙ্গ এই যুবকের এমন নির্মম মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি মার্কিনিরা। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ-নির্বিশেষে সব শ্রেণিগোষ্ঠীর মানুষ এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে লকডাউন, কারফিউ উপেক্ষা করে ব্যাপক-জ্বালাও পোড়াও শুরু করেছেন।

অন্যদিকে মহামারি করোনাভাইরাসে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ খাদ্য সংকটে পড়তে পারেন। লাখো মানুষ তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার কেনার যোগানটুকু হারাবেন বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ফুড ব্যাংক নেটওয়ার্ক ফিডিং। ফলে দেশটিতে অনাহারে দিন

দিন কাটাতে হবে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লাখ মানুষকে।

সর্বশেষ প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় লকডাউনের ফলে অর্থনীতির অচলাবস্থায় ৪ কোটির বেশি মানুষ বেকার ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। এর ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, চলতি বছরে দেশটির প্রতি চারজনের একজন নাগরিকের খাদ্য সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। ২০১৯ সালের তুলনায় এ হার ৬৩ শতাংশ বেশি।

একদিকে করোনা মহামারি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে চলমান সহিংস আন্দোলন, ফলে মুখথুবড়ে পড়েছে বিশ্বের এই কথিত পরাশক্তির সার্বিক কার্যক্রম। ট্রাম্প প্রশাসন ব্যর্থতার প্রমাদ গুণছে। অপেক্ষা করছে ভয়াবহ বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষের।

ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডে ইসলামোফোবিয়ার শিকার এক মুসলিম ড্রাইভার, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ

বিশ্বের সবখানে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ইসলামোফোবিয়া। মিডিয়া আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিমদের পরাস্ত করতে একজোট হয়ে কাজ করছে। মুসলিমরা যেনো বন্যায় ভাসমান ফেনার মতো। মুসলিম ইস্যুতে মানবতার ধ্বজাধারীদের নীতিকথা চুপসে যায়।

এবার ইংল্যান্ডে একজন মুসলিম ড্রাইভার বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছেন। পাকিস্তানি মুসলিম বলে কটাক্ষ করে তাকে মারতে উদ্যোত হয় এক সাদাচামড়ার ব্রিটিশ নাগরিক।

পাকিস্তানিরা ভারতে বোম্বিং করছে এমনটা বলে তাকে কটাক্ষ করা হয়। এসময় মুসলিম ড্রাইভারটিকে অকথ্যভাষায় গালিগালাজ করেছে ওই বর্ণবাদী ব্রিটিশ।

'এটা ইংল্যান্ড। এখানে কাজ করতে হলে আমাদের অনুগত হয়ে কাজ করতে হবে' - এমনটা বলে তিরস্কার করা হচ্ছিলো সেই মুসলিমকে।

তবে এই ঘটনায় জড়িত ওই ব্রিটিশ নাগরিকের পরিচয় জানা যায়নি।



খোরাসান

শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের পদক্ষেপ ইসলামি ইমারতের, নতুনকরে ১০৫ কাবুল সেনার আত্মসমর্পণ

কথিত সুপার পাওয়ার এমেরিকা পরাজিত হয়ে আফগান থেকে লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে। করোনার অযুহাতে অনেক সেনাকে ফিরিয়েও নেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। এমতাবস্থায় যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের সংস্কার কাজে মনোযোগ দিচ্ছেন তালেবান মুজাহিদিন। এরই অংশ হিসেবে ইসলামি ইমারতের উমারাগণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং এর সার্বিক অগ্রগতির প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন।

গেলো মাসে ইসলামি ইমারতের বর্তমান কর্মপদ্ধতি নিয়ে ১১ পয়েন্টের একটি বার্তা প্রদান করেছিলেন আমিরুল মুমিমিন মোল্লা হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা। ওই বার্তাতেও আফগানের শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো। বার্তায় তিনি দেশটির আলিম, বুদ্ধিজীবী, একাডেমিক এবং প্রবীণ ব্যক্তিত্বদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন, তারা যাতে আফগান শিক্ষার্থীদের ইসলামি জ্ঞান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর পূর্ণ পাঠ প্রদান করেন। এছাড়াও বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং গবেষণায় অগ্রগতি আনতেও ইঙ্গিত ছিলো ওই বার্তায়।

এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ইমারতের কর্মকর্তারা উত্তর বাদাখসান প্রদেশের উরদুজ জেলার শিক্ষা বোর্ডের প্রধানের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন। বৈঠকে সর্বজনীন শিক্ষাপ্রদান এবং উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ নিশ্চিতকরণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারেও মতামত প্রদান করা হয়েছে আলোচনা সভায়।

অন্যদিকে তালিবান মুজাহিদিন মুরতাদ কাবুল বাহিনীর উপর ক্রমবর্ধমান হামলা অব্যাহত রেখেছেন। এই ধারাবাহিকতায় গত সপ্তাহে মুজাহিদিন দক্ষিণ পাকতিয়া প্রদেশে মুরতাদ মিলিটারির চেকপোস্ট লক্ষ্যকরে দুইটি সফল হামলা পরিচালনা করেছেন। হামলায় অন্তত ১৪ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আটক হয়েছে ১ জন।

অন্যদিকে কাবুল বাহিনীর সৈন্যরা তালিবানের সামগ্রিক বিজয় আঁচ করতে পেরে মুজাহিদিনের হাতে আত্মসমর্পণ অব্যাহত রেখেছে। চলতি মাসে ১০৫ কাবুল সেনা অস্ত্রসহ মুজাহিদিনের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

অপরদিকে মুজাহিদিনের কাছে কুটনৈতিক, সামরিক ও কৌশলগতভাবে পরাজিত হয়ে টালমাটাল হয়ে পড়েছে কাবুলের পুতুল সরকার। মুজাহিদিনের সাথে পেরে না উঠে হামলা করছে সিভিলিয়ানদের উপর। গেলো সপ্তাহে সন্ত্রাসী কাবুল বাহিনী একটি সিভিলিয়ান পল্লীতে হামলা চালিয়ে ৮ শিশুকে হত্যা করেছে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতি ভঙ্গকরে তারা নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হামলার টার্গেট বানাচ্ছে।

